

প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব

[WB SLST, PSC,NET/SET, WBCS এবং TET পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ, তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুসংগঠিত মাস্টার-নোট নিচে তৈরি করে দেওয়া হলো।]

ভূমিকা: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কেবল কল্পনার জগৎ নয়, তা বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের এক জীবন্ত দলিল। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও গণ-আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের রূপ, ভাব ও ভাষাভাষী কাঠামোকে আমূল বদলে দিয়েছে।

১. তুর্কি আক্রমণ ও তথাকথিত অন্ধকার যুগ (১২০৪–১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় সেন রাজবংশের পতন ঘটে এবং মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এর ফলে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - দীর্ঘদিন রাজপৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণে উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই একে একাংশ গবেষক "অন্ধকার যুগ" বলেন।
 - আধুনিক গবেষকদের মতে এটি আসলে "প্রস্তুতি যুগ"। এই সময়েই হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ শুরু হয়।
 - শূন্যপুরাণ (রামাই পণ্ডিত) এবং সেকশুভোদয়া (হলায়ুধ মিশ্র)-র মতো রচনার মাধ্যমে পরবর্তী মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়।

২. সুলতানি যুগ ও বাংলা ভাষার বিকাশ (১৩৫০–১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের হাত ধরে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকরা স্থানীয় জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে উদারভাবে উৎসাহিত করেন।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - বাংলা ভাষা প্রথমবার রাজদরবারে মর্যাদা লাভ করে। সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রমুখ সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
 - এই যুগে অনুবাদ সাহিত্যের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটে। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত এর অন্যতম উদাহরণ।
 - মালাধর বসু (গুণরাজ খান), বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখ কবিরা রাজকীয় সাহায্য পেয়ে সাধারণ মানুষের ভাষায় সাহিত্যকে বিকশিত করেন।

৩. শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব আন্দোলন (১৫শ–১৬শ শতক)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬–১৫৩৩) বাংলায় প্রেমভক্তি ও সাম্যের আদর্শ প্রচার করেন। জাতপাত এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এটি ছিল এক বিশাল সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্বর্ণযুগ শুরু হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে রূপক করে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির পদে মানবতাবাদের জয়গান গাওয়া হয়।
 - বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী সাহিত্য ধারার সূচনা ঘটে। যেমন— বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত।

৪. মোগল শাসন ও মঙ্গলকাব্যের প্রসার (১৭শ শতক)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: বাংলায় মোগল শাসন সুসংগঠিত হওয়ার পর বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটে এবং এক ধরনের স্থিতিশীল কৃষিভিত্তিক সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্তার ঘটে।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - লৌকিক দেবী-দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্য ধারার ব্যাপক প্রসার ঘটে (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি)।
 - তৎকালীন গ্রামীণ জীবন, অত্যাচারী ব্যাধ ও কর আদায়কারীদের শোষণের বাস্তব চিত্র সাহিত্যে স্থান পায়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের সমাজচিত্রের এক নির্ভরযোগ্য দলিল বা 'ইতিহাসের দর্পণ' হিসেবে গণ্য হয়।

৫. পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হয়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের ঐশ্বর-কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের (মানবকেন্দ্রিকতা) সূচনা হয়।

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও মিশনগুলির হাত ধরে বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবাদ ও সমাজসংস্কারের ভাবনা সাহিত্যে জায়গা করে নেয়।

৬. ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ / ১১৭৬ বঙ্গাব্দ)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ব্রিটিশ কোম্পানির দ্বৈতশাসন, নির্মম ও অতি-শোষণমূলক রাজস্বনীতি এবং তীব্র খরার কারণে বাংলায় এক ভয়াবহ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - বাংলা সাহিত্যে তীব্র মানবিক বিপর্যয়, ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্যের বাস্তবমুখী চিত্র গুরুত্ব পেতে শুরু করে।
 - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর মূল পটভূমি এই ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর।
 - বিভিন্ন লোকগীতি, ছড়া ও পালাগানে এই মন্ত্রস্তরের করুণ সামাজিক ট্র্যাজেডি স্থান পায়।

৭. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং তীর্থযাত্রার ওপর কর আরোপের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক, সন্ন্যাসী ও ফকিররা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - এই বিদ্রোহ বাংলা সাহিত্যে প্রথম জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করে।
 - বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে এই বিদ্রোহের সরাসরি প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই বিদ্রোহের পটভূমিতেই রচিত হয় ভারতের জাতীয় স্তোত্র "বন্দে মাতরম"।

৮. বাংলা নবজাগরণ (১৮১৫-১৯০৫)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং উনিশ শতকের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - আধুনিক বাংলা গদ্য, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং আধুনিক নাটক ও উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়।
 - মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে মধ্যযুগীয় পয়ার ভেঙে অমিত্রশ্লোক ছন্দ প্রবর্তন করেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি নাটক রচনা করেন।
 - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসকে শৈল্পিক ও আদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

৯. মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহি এবং সামন্ত রাজাদের মিলিত প্রথম বৃহৎ সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রাম।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম ব্যাপক উন্মেষ ঘটে।
 - দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচনার পথ সুগম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের পরবর্তী রচনায় পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধিকারের সুর প্রকাশ পায়।

১০. নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: দাদন পুথী ও নীলকর সাহেবদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার চামিরা একজোট হয়ে নীল চাষ করতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - বাংলা সাহিত্যে খাঁটি বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল সমাজসচেতন ধারার সূচনা ঘটে।
 - দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা শোষিত কৃষক জীবনের জলজ্যান্ত দলিল এবং সরাসরি প্রতিবাদের প্রতীক।

১১. নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Act, ১৮৭৬)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: নীলদর্পণ, চাকরদর্পণ এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে ব্রিটিশবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী প্রচার চরম আকার ধারণ করলে তা বন্ধ করতে তৎকালীন লর্ড নর্থব্রুক এই কালো আইন প্রণয়ন করেন।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী নাটক নিষিদ্ধ হওয়ায় নাট্যকাররা কৌশল বদলে প্রতীকী, রূপক এবং পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটক রচনায় উৎসাহিত হন।
 - গিরিশচন্দ্র ঘোষ (যেমন: 'সিরাজদৌলা', 'সীরকাসিম') এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (যেমন: 'মেবার পতন', 'শাহজাহান') সরাসরি প্রতিবাদের বদলে সাংকেতিক ও ঐতিহাসিক আড়ালে জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতা প্রচার করেন।

১২. বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: লর্ড কার্জন বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করার জন্য হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের নীতিতে বাংলা ভাগ (বঙ্গভঙ্গ) ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে তীব্র 'স্বদেশি' ও 'বয়কট' আন্দোলন শুরু হয়।

● সাহিত্যে প্রভাব:

- দেশাত্মবোধক সাহিত্য ও গানের এক অভূতপূর্ব জোয়ার আসে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা' এই সময়েই রচিত হয় (যা বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত)।
- মুকুন্দ দাস (চারণকবি), রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গান ও নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়।

১৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও কল্লোল যুগ

- ঐতিহাসিক পটভূমি: বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা মানুষের মনে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি মোহভঙ্গ এবং এক তীব্র অনিশ্চয়তা ও সংকটের সৃষ্টি করে।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবালুতা থেকে সরে এসে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদ ও কল্লোল যুগের (১৯২৩) সূচনা হয়।
 - ব্যক্তিমানসের একাকীত্ব, ক্রমেডীয় যৌনচেতনা, হতাশা, সংশয় এবং মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস সাহিত্যে স্থান পায়।
 - জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকরা এক সম্পূর্ণ নতুন ছকভাঙা সাহিত্যধারা তৈরি করেন।

১৪. অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) ও কাজী নজরুল ইসলাম

- ঐতিহাসিক পটভূমি: মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে প্রথম সর্বাত্মক ব্রিটিশবিরোধী অহিংস গণ-আন্দোলন শুরু হয়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - দেশপ্রেম ও পূর্ণ স্বরাজের চেতনা সাহিত্যে প্রবল হয়ে ওঠে এবং খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণী সাহিত্যের মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে।
 - এই পটভূমিতেই আবির্ভাব ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা, 'ভাঙার গান', 'সাম্যবাদী' কাব্যের বিপ্লবী ভাষা ও গান পরাধীন যুবসমাজকে সশস্ত্র আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে।

১৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান, বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলায় কৃত্রিম খাদ্যসংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছায়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - আধুনিকতাবাদ আরও জটিল ও মনস্তাত্ত্বিক রূপ নেয়। মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও বিচ্ছিন্নতাবোধ কবিতার মূল সুর হয়ে দাঁড়ায়।
 - জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমরেশ বসু প্রমুখের রচনায় যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৈতিক অবক্ষয় এবং বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ভাঙনের রূপ ফুটে ওঠে।

১৬. পঞ্চাশের মন্ত্রণার (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ / ৩৫০ বঙ্গাব্দ)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে ব্রিটিশ সরকারের ব্রাহ্ম নীতি, মজুদদারি ও শস্য পাচারের ফলে বাংলায় এক ভয়াবহ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যান।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - রোমান্টিকতার খোলস পুরোপুরি ভেঙে ফেলে সাহিত্য সম্পূর্ণ নগ্ন বাস্তববাদী ও গণমুখী রূপ নেয়। ক্ষুধা, বঞ্চনা ও লঙ্গরখানার বাস্তব চিত্র সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।
 - বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকটি বাংলা থিয়েটারের গতিপথ বদলে দেয়।
 - সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় ("ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি") ক্ষুধার্ত মানুষের তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রকাশ পায়। প্রগতিশীল লেখক সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সম্মেলন (IPTA) অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৭. ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: গান্ধিজির "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" (করব অথবা মরব) স্লোগানে ব্রিটিশদের অবিলম্বে ভারত ত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে তীব্র ও মারমুখী গণ-আন্দোলন শুরু হয়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। গণসংগীত, বিপ্লবী ইশতেহার ও লিফলেট সাহিত্যের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কবিতা, নাটক ও গল্পে দেশমুক্তির সশস্ত্র স্বপ্ন ও বীরত্বের কাহিনি প্রকাশ পেতে থাকে।

১৮. দেশভাগ ও স্বাধীনতা (১৯৪৭)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনায় বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয় (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান)। এর ফলে শুরু হয় দাঙ্গা, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিটেমাটি চ্যুতি এবং উদ্বাস্তু সমস্যা।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - 'উদ্বাস্তু জীবন', 'শিকড়চ্যুতি' এবং 'পরিচয় সংকট' পরবর্তী কয়েক দশকের বাংলা উপন্যাসের প্রধানতম ট্র্যাজিক থিম হয়ে ওঠে।

- সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিলকন্ঠ পাখির খোঁজে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব-পশ্চিম, প্রফুল্ল রায়ের কেয়া পাতার নৌকা প্রভৃতি মহাকাব্যিক উপন্যাসে দেশভাগের গভীর ক্ষত ও মানবিক বেদনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

১৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)

- ঐতিহাসিক পটভূমি: পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক জাঙ্গার শোষণ, অত্যাচার ও ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।
- সাহিত্যে প্রভাব:
 - ওপার বাংলায় (বাংলাদেশ) মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এক বিশাল এবং সমৃদ্ধ সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়।
 - শামসুর রাহমানের কবিতা, জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি, হুমায়ূন আহমেদের আগুনের পরশমণি ও শ্যামল ছায়া, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোঁয়ারি প্রভৃতি রচনায় মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, চেতনা ও ত্যাগের ইতিহাস অমর হয়ে রয়েছে।

🎯 পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "এক নজরে" ছক (Quick Revision Table)

ঐতিহাসিক ঘটনা	সময়কাল	সাহিত্যে প্রধান প্রভাব	উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন / চরিত্র
তুর্কি আক্রমণ	১২০৪	সাহিত্যচর্চায় স্ববিরতা, নতুন সংস্কৃতির প্রস্তুতি	শূন্যপুরাণ, সেকশুভোদয়া
সুলতানি আমল	১৩৫০-১৫৭৫	বাংলা ভাষার রাজকীয় মর্যাদা, অনুবাদ সাহিত্য	কুণ্ডবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত
চৈতন্য আন্দোলন	১৫-১৬ শতক	মানবতাবাদ, সাম্য ও মৌলিক সাহিত্যের জন্ম	বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যচরিতামৃত
মোগল যুগ	১৭ শতক	গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিকলন	মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল
পলাশীর যুদ্ধ	১৭৫৭	আধুনিক যুগের সূচনা, বাংলা গদ্যের বিকাশ	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য গ্রন্থসমূহ
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	১৭৮১ / ১১৭৬ ব	মানবিক বিপর্যয়, ক্ষুধা ও সমাজসচেতনতা	বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	১৭৬৩-১৮০০	জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, দেশপ্রেমের সূচনা	বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', 'বন্দে মাতরম্' গান
বাংলা নবজাগরণ	১৯ শতক	অমিত্রাক্ষর ছন্দ, প্রবন্ধ, আধুনিক উপন্যাস ও নাটক	মধুসূদনের কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিকর্ম
সিপাহি বিদ্রোহ	১৮৫৭	সশস্ত্র দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা	নবীনচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরকালীন চেতনা
নীল বিদ্রোহ	১৮৫৯-৬০	নিখাদ বাস্তববাদ, কৃষক শোষণের নগ্ন রূপ	দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক (১৮৬০)
নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন	১৮৭৬	রূপক, প্রতীকী ও ঐতিহাসিক নাটকের বিকাশ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ডি. এল. রায়ের নাটক

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন	১৯০৫	দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশি সাহিত্যের জোয়ার	রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	১৯১৪-১৮	রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতা, ক্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব	'কল্লোল' পত্রিকা ও কল্লোল যুগের কবিরা
অসহযোগ আন্দোলন	১৯২০-২২	গণমানুষের সংগ্রাম, সাম্যবাদী বিপ্লবী চেতনা	কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী', ভাঙার গান
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	১৯৩৯-৪৫	অস্তিত্ববাদ, আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ	জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দেব উত্তরকালীন কবিতা
পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩ / ১৩৫০ ব.	চরম বাস্তববাদ, গণসাহিত্য ও ক্ষুধার রাজনীতি	বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', সুকান্তের কবিতা
দেশভাগ	১৯৪৭	উদ্বাস্তু সমস্যা, শিকড়চ্যুতি ও দাপ্তার ক্ষত	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৯৭১	মুক্তির চেতনা, নতুন জাতীয়তাবাদী সাহিত্য	জাহাঙ্গীর ইমামের একাত্তরের দিনগুলি

আরো দেখে রেখো!

- মন্বন্তর দুটির তফাত: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রি. / ১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রি. / ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন এবং সুকান্তের কবিতা।
- আইন ও তার প্রতিক্রিয়া: নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) কোম্পো নাটককে বন্ধ করতে আনা হয়েছিল? মূলত নীলদর্পণ পরবর্তী প্রতিবাদের আবহে। এর ফলে জন্ম নেয় 'সাংকেতিক বৈশিষ্ট্য' ঐতিহাসিক নাটক।
- আধুনিকতার টার্নিং পয়েন্ট: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে জন্ম দেয় কল্লোল যুগ (১৯২৩), যা বাংলা কবিতায় প্রথম 'রবীন্দ্র-প্রভাব' মুক্ত আধুনিকতার জন্ম দেয়।

..... www.shekhapora.com